01-11-2026 প্রাতঃ মুরলি ''অব্যক্ত বাপদাদা'' ওম্ শান্তি **05-03-12** মধুবন

''এখন চতুর্দিকে দুঃখ অশান্তি বাড়ছে, সেইজন্য নিজের বিশ্ব কল্যাণী স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাও, মন্সা সেবা বাড়াও, বাবার সঙ্গের রঙে ডাবল হোলি হও।''

আজ বাপদাদা সব বাচ্চার ভাগ্যের রেখা দেখছেন। ললাটভাগে ঝলমলে নক্ষত্রের রেখা, নয়নে স্নেহ ও শক্তির রেখা, ঠোঁটে হাসির রেখা, পায়ে প্রতি পদক্ষেপে পদমের (অপরিসীম সৌভাগ্য) রেখা দেখছেন। তোমরাও সবাই নিজের ভাগ্যের রেখা দেখে আনন্দিত হচ্ছ তো না! হৃদয়ে তোমরা এটাই গাইছ - বাহ আমার ভাগ্য! প্রত্যেকের ললাটভাগ সেই দিব্য নক্ষত্রে সুশোভিত দেখে বাপদাদাও খুশি হচ্ছেন এবং হৃদয়ে এই গীত গাইছেন - বাহ বাচ্চারা বাহ! তিনি বাচ্চাদের হৃদয় থেকে কী গীত শুনছেন? বাহ বাবা বাহ! তো বাচ্চারাও বাহ! বাবাও বাহ! তাহলে এই পুরো সভা কেমন হয়ে গেল? বাহ! বাহ! বাহ! তো নিজের ভাগ্য দেখে সদা এইভাবেই আনন্দিত থাকো, যেমন এখন সবাই আনন্দিত হচ্ছে। এই ভাগ্য এখন সঙ্গমযুগেই পাওয়া যায়। সঙ্গমযুগের প্রতি মুহূর্তের অনেক বড়ো ভ্যালু রয়েছে। সঙ্গম যুগের প্রতি মুহূর্ত অবিনাশী হয়ে যায় কেননা, প্রতিটি মুহূর্তের সম্পর্ক ২১ জন্মের সঙ্গে সম্বন্ধিত। এখনকার একটি মুহূর্তের সম্বন্ধ ২১ জন্মের সাথে যুক্ত। তো চেক করো, একটি মুহূর্তও যদি ব্যর্থ চলে যায়, তবে তা' কেবল এক জন্মের ব্যাপার নয়, ২১ জন্মের সম্পর্কের বিষয়। সেইজন্য বাপদাদা সময় সময়তে বাচ্চাদের অ্যাটেনশন আকর্ষণ করাচ্ছেন যে, সঙ্গমযুগের একটি মুহূর্তও একটি সংকল্পও ব্যর্থ নষ্ট হতে দিও না। কেননা এতে কেবল একটি জন্ম ব্যর্থ নষ্ট করছ না, বরং ২১ জন্মই তা ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছ! সঙ্গমযুগের মহত্ব সবসময় স্মরণে রাখো।

বাপদাদা সবাইকে ব্যর্থ সময় এবং ব্যর্থ সংকল্পের হোমওয়ার্ক দিয়েছিলেন। তো সবাই হোমওয়ার্ক করেছ? যারা মনে করো যে তোমাদের অ্যাটেনশন ছিল এবং অনেকটা সফলতাও প্রাপ্ত হয়েছে, লক্ষ্যের লক্ষণ পর্যন্ত ফলও মিলেছে, তারা হাত তোলো। আচ্ছা। পাণ্ডবরা হাত তুলেছ? বড় করে হাত তোলো। এখনও সবাই কাজ করেনি। সঙ্গমযুগের গুরুত্ব যদি বুদ্ধিতে স্মরণে রাখো যে, অবিনাশী বাবার দ্বারা এই কার্য প্রাপ্ত হয়েছে, প্রতিটি মুহূর্তই অবিনাশী হওয়ার, কেননা অবিনাশী বাবা এই বরদান দিয়েছেন, তবে সহজেই হয়ে যাবে।

বাবা শুনিয়েছেন যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চার পায়ে পদমের (অপরিসীম ভাগ্যের) রেখা রয়েছে। ভেবে দেখো, পায়ে যদি পদমের রেখা থাকে, তাহলে কত পদমের জন্য সঙ্গমযুগে এই গোল্ডেন চান্স রয়েছে! প্রত্যেককে নিজের এই ভাগ্য স্মৃতিতে রাখতে হবে। অনেক বাচ্চারাই ভাবে যে, বাপদাদা কী চান? বাপদাদা এটাই চান যে, প্রত্যেক বাচ্চা যেন ডবল রাজা হয়ে যায়। বর্তমানে স্বরাজ্য অধিকারী এবং ভবিষ্যতে বিশ্ব রাজত্বের অধিকারী। কোনো বাচ্চাই যেন ডবল রাজা হওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে না থাকে। তো প্রত্যেক বাচ্চাই ডবল রাজ্যাধিকারী তো না! কাঁধ নাড়াও। তাহলে প্রতিটি বাচ্চাই ডবল রাজ্যের অধিকারী, কাঁধ নাড়াও। এতে বাবার কত আনন্দ হয়!

বাপদাদা সব বাচ্চার রেকর্ড প্রতিদিন দেখেন। তো কী দেখেন? প্রত্যেকে নিজের মনে মনে নিশ্চয়ই তা জেনে গেছে। রাজ্য অধিকারী তো হয়েছ কিন্তু এখন যারা স্বরাজ্য অধিকারী, স্বরাজ্য অধিকারী অর্থাৎ মন-বুদ্ধি -সংস্কারকে যে নিজের নিয়ন্ত্রণে চালায়। যখন যেমন চায়, যেভাবে চায় তেমনভাবে অধিকার থাকবে। যেমন এই স্থুল কর্মেন্দ্রিয় - হাত ও পা নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তেমনই মন-বুদ্ধি-সংস্কারের ওপর যখন যেমন প্রয়োজন, তেমনভাবে রুলিং পাওয়ার এবং কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকতে হবে। এখন দেখতে

গেলে নম্বরক্রমে অনেকেই আছে। এগুলোও আমারই। মন আমি নই, মন আমার। সংস্কার আমার। বুদ্ধি আমার। তো কন্ট্রোলিং পাওয়ার এবং রুলিং পাওয়ার নম্বর ক্রমানুসারে রয়েছে। বাপদাদা সময় সময়তে সময়ের সতর্কবার্তাও দিতে থাকেন, সেই সময় অনুসারে তোমাদের প্রত্যেকের স্বমান হ'লো বিশ্ব কল্যাণকারী। এখন সময় অনুযায়ী প্রত্যেক বাচ্চার নিজের বিশ্ব কল্যাণী রূপকে প্রত্যক্ষ করানোর সময় হয়েছে। চারদিকে দুঃখ অশান্তি বাড়ছে। তোমার ভাই, তোমার বোনেরা, তোমার পরিবার দুঃখী হচ্ছে, তো নিজের পরিবারের প্রতি তোমাদের করুণা হয় না!

এখন বাপদাদা এই ইশারা দিচ্ছেন যে, স্ব-পুরুষার্থের সাথে সাথে বিশ্ব সেবা, যেমন, বাচা সেবা বর্তমান সময়ে খুব ধুমধাম করে করছ তোমরা। বাপদাদা খুশি, এই ৭৫ বছরের জুবিলী সকলের মনে মেজরিটি সেবার উৎসাহ নিয়ে এসেছে। বাপদাদা দেখে খুশি, কিন্তু এখন মন্সা সেবারও প্রয়োজন আছে। কেননা, সর্বতোভাবে বিশ্বকল্যাণকারী হতে হবে, আর তার জন্য মন্সা, বাচা এবং কর্মণা অর্থাৎ আচরণ ও মুখমণ্ডল দ্বারা এই তিন সেবারই এখন আবশ্যকতা আছে। রোজ চেক করো, এই তিন ধরণের সেবায় কত পার্সেন্ট সেবা করেছ? বাচা সেবায় তো বাপদাদাও সার্টিফিকেট দিয়েছেন, কিন্তু এখন মন্সা সেবাতে সূক্ষ্ম ভাইব্রেশনের দ্বারা আত্মাদের দুঃখ-অশান্তিতে আশ্রয় হতে হবে। তোমাদের কি করুণার উদ্রেক হয় না? বাপদাদা তো বাচ্চাদের প্রতি তারা যেমনই হোক না কেন - তবুও বাচ্চা তো না, করুণা হয়! তাই এখন প্রত্যেক বাচ্চাকে শুধু সেন্টার কল্যাণী নয়, জোন কল্যাণী নয়, বিশ্ব-কল্যাণী হতে হবে। তো বাপদাদা এখন এই অ্যাটেনশন দেওয়াচ্ছেন নিজের ভক্তদের কল্যাণকারী হও, কেননা এই সঙ্গমযুগের অনেক বড় গুরুত্ব রয়েছে। এখন সঙ্গমযুগে যেমন চাও, যতটা চাও, ততটাই বাবার থেকে সহযোগিতা প্রাপ্ত করতে পারো। তো শুনেছ এখন কী করতে হবে? মন্সা সেবা বাড়াও। নিজের কার্য অনুসারে যেমন, ট্রাফিক কন্ট্রোলের টাইম ফিক্স করা হয়েছে, তেমনই প্রত্যেকের মন্সা সেবারও টাইম ফিক্সড করা উচিত। যখন দুঃখ অনেক বেড়ে যাবে, সেই সময় সকলের অ্যাটেনশন সেই অশান্তির দিকে থাকবে। কিন্তু এখন মন্সা সেবার সময়, সেইজন্য প্রত্যেক বাচ্চাকে নিজের বিশ্ব-কল্যাণীর স্বরূপ ইমার্জ করতে হবে। বিশ্বকল্যাণে স্ব-কল্যাণ স্বতঃ এবং সহজ হয়ে যাবে। কেননা, মন যদি ফ্রি থাকে, তবে ব্যর্থ আসে, কিন্তু মন যদি বিজি থাকে, তবে ব্যর্থ সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। তো বাপদাদা যখন চক্রভ্রমণ ক'রে চতুর্দিকে দেশ-বিদেশের অজ্ঞানী বাচ্চাদের দেখেন, তখন দয়ার উদ্রেক হয়। অতএব তোমরাও সকলে এখন দুঃখহর্তা সুখকর্তা হও।

দুনিয়ার মানুষের হোলি আর তোমাদের হোলির মধ্যে কত প্রভেদ! কিন্তু বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, তোমাদের ভক্তরা তোমাদের করা কার্য কপি করতে খুব পটু, কেননা এই সমস্ত বিধি-নিয়ম দ্বাপর যুগে আসা আত্মারা বানিয়েছে। তো সেটা শুরুর সময়ে তাদের প্রথম জন্ম ছিল তো না! সেইজন্য তাদের বুদ্ধিও নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে সতোপ্রধান ছিল, তার পরে রজো ও তমোতে আসে। তো সেই সময় তাদের বুদ্ধি সময়ের হিসাবে সতো ছিল, সেইজন্য তোমাদের এক একটি বিশেষত্ব - যেমন তোমরা সদা উৎসাহে থাকো, সেটিকে তারা উৎসব রূপে পালন করা শুরু করেছে। যেমন শিবরাত্রির সময়ও বলা হয়েছিলনা, তারা নকল করতে কত পারদর্শী! ঠিক তেমনই, এখনও তোমরা এই সঙ্গমযুগে সবসময় উৎসাহে থাকো, তো তোমাদের সেই উৎসাহকে তারা উৎসবের রূপে স্মারক বানিয়ে রেখেছে। তো হোলিতে তারা কী করে? তোমরাও নিজেদের জীবনকে রাঙিয়েছ, কিন্তু তোমাদের রঙ কী? তোমাদের সবার রঙ হলো বাবার সঙ্গের রঙ। তো সবসময় তোমরা বাবার সঙ্গের রঙেই থাক তো না! তো ওরাও তো রঙ বানিয়েছে, কিন্তু ওরা বডি কনশাস তো না! এটিকে স্থূল রঙ বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা সবাই সবসময় এই কল্যাণকারী সঙ্গমে এই রঙে, সঙ্গের রঙে থাক তো না! রঙ লাগিয়েছ তো, তাইনা! সঙ্গের রঙ লেগে গেছে, আর পবিত্রতাকে ইংলিশে বলা হয়ে থাকে হোলি। তো এই সঙ্গের রঙে তোমরা হোলি অর্থাৎ পবিত্র হয়ে ওঠো। তোমরা পবিত্র হয়েছ, হয়েছনা! পবিত্রতার ব্রত সবাই পাক্কা ধারণ করেছ তো

না! যদি বা তোমরা নম্বরক্রমে আছ, কিন্তু ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ পবিত্রতার ব্রত নেওয়া; কারণ বাবা সদা পবিত্র। তিনি তো পবিত্রতারই স্বরূপ। তাঁকে পবিত্র হতে হয় না, স্বরূপই পবিত্রতা। তো হোলির বিশেষত্ব কী, জান তোমরা? তোমরা পবিত্র তো হও, কিন্তু সঙ্গের রঙে ডবল পবিত্র হও। ধর্মপিতা, মহান আত্মারাও পবিত্র হয়, কিন্তু তারা শুধু আত্মাদের পবিত্র বানায়। শরীর আর আত্মা দুইই পবিত্র হবে। শরীর এবং আত্মা উভয়তই তোমরা পবিত্র হও ভবিষ্যতে। শুরু থেকে নিয়ে দেখ, দ্বাপর থেকে যারা এসেছে তারা পবিত্র হয়েছে কিন্তু ডবল পবিত্র কেউই হয়নি। শরীরও পবিত্র এবং আত্মাও পবিত্র হবে যখন তোমরা ভবিষ্যতে রাজ্যাধিকারী হবে, তখন আত্মা এবং শরীর উভয়ই পবিত্র হবে। পুরো চক্র ঘুরে দেখ, দ্বাপর থেকে এসেছে, দ্বাপর থেকে এখন পর্যন্ত দেখ, কেউ ডাবল পবিত্র হয়েছে! তাহলে তোমরা কেন ডাবল পবিত্র, এত মহান হয়েছ? তোমাদের ওপর কোন রঙ লেগেছে! পরমাত্মার সঙ্গের রঙ লেগেছে। তো পরমাত্মা যেমন পবিত্র, তোমরাও তেমনই ২১ জন্ম ডাবল পবিত্র থাক। এমনকি কোনো ধর্মপিতা এলে সেও ডাবল পবিত্র নয়। এটি তোমাদের ভাগ্য কেননা তোমরা থাকই পরমাত্মার সঙ্গে। সঙ্গের রঙ এতটাই পাকা থাকে যে তোমরা ডাবল পবিত্র হয়ে যাও। তাছাড়া, হোলি এর দ্বিতীয় অর্থই হ'লো 'হো লি', হয়ে গেছে, যা হওয়ার ছিল হয়ে গেছে। 'হো লি'। তো হো লি করতে জানো তোমরা? যা হয়ে গেছে তা' হয়ে গেছে। 'হো লি' শব্দের অর্থ কী বেরোয়? যা অতীত তা' অতীত। এর ফলে তোমরা ২১ জন্ম ডাবল হোলি থাক। এক জন্ম নয়, কারণ সঙ্গম যুগের একেক সেকেন্ডের কানেকশন ২১ জন্মের। এখানে তোমরা যদি এক সেকেন্ড বা এক মিনিট সফল করেছ, তবে তোমার ২১ জন্ম সফল থাকবে। গ্যারান্টি আছে। তো এমন হোলি উদযাপন করেছ তোমরা? হো লি করতে পার তোমরা? যা অতীত তা' অতীত হয়ে গেছে, হো লি। আর তৃতীয় রূপ রেখায় কী করে? প্রথমে পোড়ায়, তারপর উৎসব পালন করে। তো তুমি কী করেছ?

যোগ অগ্নির দ্বারা নিজের সমস্ত দুর্বলতা, সমস্ত সংস্কার, যা অনেক জন্মের ভুল সংস্কার - তাকে যোগ অগ্নিতে জ্বালিয়েছ তো না! জ্বালিয়েছ নাকি এখনও জ্বালাচ্ছ? জ্বালিয়েছ? যারা মনে কর আমরা যোগ অগ্নির দ্বারা নিজেদে আগের সংস্কার পুড়িয়ে ফেলেছি, পুড়ে গেছে, তারা হাত তোলো। পুড়ে গেছে নাকি এখনও ফিরে আসে? একটু-আধটু তো আসে! বাপদাদার কাছে যখন নিজের চার্ট পাঠাও, তখন তোমরা ব'লে থাকো 'বেশিরভাগই তো চলে গেছে', বলার ব্যাপারে তোমরা বেশ চতুর তো না! বলো বেশিরভাগই তো শেষ হয়ে গেছে, কখনো কখনো একটু ইমার্জ হয়ে যায়। কিন্তু পুড়ে যাওয়া মানে পুড়ে যাওয়া। পুড়ে যাওয়ার পর লেশমাত্রও থাকে না। মেরে ফেলার পর শরীরের স্মৃতিচিহ্ন তো দেখা যায়, কিন্তু পুড়ে যাওয়ার পর তা' সমাপ্ত হয়ে যায়। যেমন রাবণকেও দেখ - শুধু মারা হয়নি, পোড়ানোও হয়েছে। যাতে একেবারে নামগন্ধও শেষ। তো তোমরাও সবাই নিজেদের নোট কর (খতিয়ে দেখা), সংস্কারগুলোকে মেরেছ নাকি পুড়িয়েছ? ভস্ম করেছ? পুরোনো সংস্কারকে যদি পুড়িয়ে না থাক, তবে মাঝে মাঝে সেগুলো ইমার্জ হয়ে যায়।

কিন্তু ভক্তরা সব কপি করেছে। তোমরা পোড়াও, ওরাও পোড়ায় তারপর উৎসব পালন করে। না পুড়িয়ে ওরা উৎসব করে না। তোমরা তো সংস্কারগুলোকে পুড়িয়ে দিতে দিতে হোলি হয়ে গেছ। কেউ তৈরি হচ্ছ, কেউ হয়ে গেছ। তো তোমরা হোলি উদযাপন করেছ বাবার সঙ্গের রঙের? এখন সঙ্গে বসে আছে তো না, তো সঙ্গের রঙের হোলি উদযাপন করেছ তো না! করেছ? হাত তোলো। উদযাপন করেছ। হোলি উদযাপন করা মানেই হলো হোলি হওয়া, পবিত্র হওয়া। যেমন বাবা, তেমন বাচ্চারা। ধরো যদি তোমার কোনো সংস্কার যা পুড়ে যায়নি, তা' যদি ইমার্জ হয়ে যায়, তবে ভালো লাগবে? সংকল্প আসে তো না যে, এখন তীব্র পুরুষার্থ দ্বারা এটাকে পোড়াতেই হবে। মারা নয়, কী হয় - কেউ কেউ কিছু কিছু সংস্কার মেরে ফেলেছে, তো মৃতের মধ্যেও কখনো কখনো আবার প্রাণ ফিরে আসে। যদি পুড়িয়ে দাও,

তবে আর কখনো ফিরে আসবে না।

তাহলে আজ জ্বালাতে হবে নাকি মরা অবস্থাই ঠিক আছে? জ্বালানোর শক্তি আছে তোমাদের? শক্তি আছে? সংকল্প করতে পারো? অনেকে বলে যে বাপদাদার সাথে আধ্যাত্মিক বার্তালাপ করি তো না! খুব মিষ্টি মিষ্টি আলাপচারিতা করো তোমরা, বলো - বাবা আমরা তো অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু বারবার ফিরে আসে। চাই না, তবুও এসে যায়। কারণ কী জানো তোমরা? তোমরা জ্বালাও, বাপদাদা দেখেন তোমরা অনেক পুরুষার্থ করো, কিন্তু পুরুষার্থের সাথে দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন। দৃঢ়তাই হলো সফলতার চাবি। যখন দৃঢ় সংকল্প করা হয়ে থাকে, তখন দৃঢ় শব্দের অর্থই হয় তা' আর কখনো ফিরে আসবে না। তারপরে কী হয় জানো, তোমরা খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলো। যখন ওটা আবার ফিরে আসে, তখন কী বলো তোমরা? রুহরিহান তো সবাই করো, তাই না! খুব মিষ্টি আলাপচারিতা ক'রে বলো, আমরা তো চাই না, কিন্তু এসে যায়। তাহলে তো শক্তি কম আছে, তাই না! দৃঢ়তার অভাব আছেনা! দৃঢ় সংকল্পধারী হও। করতেই হবে। আর সেই দৃঢ় সংকল্পকে রোজ চেক করো যে, কোন কারণে দৃঢ়তায় পুনরায় দুর্বলতা এলো কিনা! আর সেই সরকমস্ট্যান্সের ওপর বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে থাকো যাতে এটি আর ফিরে না আসে। মাস্টার সর্বশক্তিমান-এর আসনে বসে সেই সংকল্প ও সংস্কারকে সমাপ্ত করো। কোনো কোনো বাচ্চা বলে যে আমরা অনেকবার অনুভব করি যে, কখনো কখনো যখন কোনো শক্তির প্রয়োজন হয়, তখন ঠিক সেই সময়ে সেই শক্তি আসে না। এমনিতে শক্তি আছে, কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে কখনো যদি শক্তিকে ইমার্জ করা হয়, তখনই আসে না। তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান। তোমাদের টাইটেল কী? মাস্টার সর্বশক্তিমান আর তোমরা কী বলো? শক্তি সময়ে আসে না! এর কারণ? তোমরা নিজেরা মাস্টার সর্বশক্তিমান-এর সিটে সেট হও না। এখন কোনো দপ্তরেও যদি যাও, যে করে তার অথরিটি থাকে সে অর্ডার করে, তখন সবাই মেনে নেয় তো না! অন্য কেউ যদি বলে, তবে কেউ মানবে কি? তো তোমাদের সিট হলো মাস্টার সর্বশক্তিমান। সেই সিটে সেট হও না, তাইতো আহ্বান করলেও শক্তি সঠিক সময়ে আসে না। এর জন্য বাপদাদা বারবার বলেছেন নিজের মনকে বিজি রাখো। সারাদিনে কখনো কোনো একটি শক্তিকে ইমার্জ রাখো। কখনো কোনো শক্তিকে ইমার্জ করে দেখ যে তার প্রভাব কত! এভাবে অনুভব করতে থাকলে, নিজের সিটে সেট থাকলে শক্তি তোমাদের সামনে সদা 'জী হাজির' হবে। তোমাদেরই শক্তি তো না! তাহলে হোলি উদযাপন করেছ? তোমরা তো সদা হোলি উদযাপন করতেই থাকো। সদা বাবার সঙ্গের রঙ লাগাতেই থাকো। রঙে রঙিন হয়ে আছ তো না? আচ্ছা।

আজ বাপদাদা সব বাচ্চাকে একটি স্বমান দিচ্ছেন - প্রত্যেক সন্তান দৃঢ় সংকল্পধারী বিশেষ আত্মা হও। সংকল্প করলে আর তা' বাস্তবায়িত হলো, একেই বলা হয় দৃঢ় সংকল্প। তোমরা বলো দৃঢ় সংকল্প করেছি, কিন্তু দৃঢ়তা মানেই হলো সফলতা। যদি সফলতা না থাকে, তবে তাকে দৃঢ়তা বলা যাবে না। তাই এখন দৃঢ়তা ভব! এটা নিজের বিশেষ স্বমান রোজ অমৃতবেলায় স্মৃতিতে আনবে এবং সেই বিধি অনুসারে অগ্রচালিত হবে। এখন দুটি টার্ন আছে, এই দুটি টার্নে কী করবে? কী করবে? বলো। প্রথম লাইনে যারা আছ বলো কী করবে? করতেই হবে। 'করব' নয়, করতেই হবে। বহুকাল বাবার সমান হওয়া মানে দীর্ঘ সময়ের প্রাপ্তি। সঙ্গমযুগের সময় অতি সুন্দর, সাধারণ এক সেকেন্ড নয়, এক সেকেন্ড এক বছরের প্রাপ্তির সমান। তাইতো বাপদাদা বলতেই থাকেন যেন একটি সেকেন্ডও ব্যর্থ না যায়। একটি সংকল্পও যেন ব্যর্থ না হয়। সমর্থ (শক্তিশালী) হও এবং সমর্থ বানাও। ঠিক আছে তো না! আচ্ছা।

চতুর্দিকের হোলিয়েস্ট বাচ্চাদের, যারা প্রতিটি পদক্ষেপে আমার বাবা, আমার বাবা বলতে বলতে উড়ে চলেছে এবং সদা নিজেদের তীব্র পুরুষার্থের দ্বারা এগিয়ে চলেছে ও অন্যদের অগ্রচালিত করছে, বাপদাদার হৃদয়ের এমন আলোক রত্ন বাচ্চাদের বাপদাদা অনেক অনেক অনেক অনেক অনেক হৃদয়ের ভালোবাসা দিচ্ছেন। একই সাথে হোলির কল্যাণকারী শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, কেননা বাস্তবে তোমরাই হোলি, আর কেউ তো

ডাবল হোলি হয় না। তোমরাই ডাবল হোলি হও, এইজন্য পদ্মগুণ অভিনন্দন, অভিনন্দন।

বরদানঃ- নিজের উপর বাপদাদাকে কুর্বান (সমর্পিত) বানানো ত্যাগমূর্তি, নিশ্চয় বুদ্ধি ভব

"বাবাকে পেয়েছি সবকিছু পেয়ে গেছি" - এই নেশাতে সবকিছু ত্যাগ করে জ্ঞান স্বরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চারা বাবার দ্বারা যখন খুশী, শান্তি, শক্তির অনুভূতি করে তখন তারা লোকলাজের পরোয়া না করে, সদা কদম এগিয়ে যেতে থাকে। তাদের কাছে দুনিয়ার সবকিছু তুচ্ছ, অসার অনুভব হয়। এই রকম ত্যাগমূর্তি, নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চার উপর বাপদাদা নিজের সর্ব সম্পত্তি সহ কুর্বান হয়ে যান। যেরকম বাচ্চারা সংকল্প করে বাবা আমরা আপনার, সেরকমই বাবা বলেন যাকিছু বাবার সেই সবকিছু তোমাদের।

স্লোগানঃ- সহজযোগী হল তারা, যারা নিজের প্রত্যেক সংকল্প বা কর্মের দ্বারা বাবার স্নেহের ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দেয়।

অব্যক্ত ঈশারা :- ব্রহ্মা বাবার সমান সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ স্থিতির অনুভব করো তোমরা সকল ব্রাহ্মণ আত্মারা জন্ম নেওয়ার সাথেই সাথেই এই প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে আমাদেরকে বাবার সমান সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ হতেই হবে। যেরকম সবাই এভারেডি শব্দ বলে থাকো এইরকম সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ হওয়াতে এভারেডি হও। এতে যেন অলসতা না আসে।